চিকিৎসা বিভাগ

চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তা /কর্মচারী এবং তাঁদের পোষ্যদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল রয়েছে। উক্ত হাসপাতালে ৬ টি ওয়ার্ড এবং কর্মকর্তাদের জন্য ১৬ টি কেবিন রয়েছে। এখানে বন্দরের কর্মকর্তা /কর্মচারী এবং তাঁদের পোষ্যদের বহিঃবিভাগ ও অন্তঃবিভাগে মেডিসিন,সার্জারী, গাইনী ও অবস্, চক্ষু, দন্ত, নাক-কান-গলা, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনীরোগ, ডায়াবেটিস সহ যাবতীয় রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। মানসিক ও শারীরিক বিকলাঙ্গদের আজীবন চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে হৃদরোগীদের জন্য আলাদা ইউনিট আছে, যেখানে হৃদরোগ রোগীদের জরুরী ও নিবিড় চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ।

রোগীদের রোগ নির্ণয়ের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একটি প্যাথলজি ইউনিট, এক্সরে ইউনিট, আলট্রা সনোগ্রাফি মেশিন ও রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র রয়েছে। বাত-ব্যথা প্যারালাইসিস রোগীদের জন্য ফিজিওথেরাপি ইউনিট এবং কিডনী রোগীদের জন্য হেমোডায়ালাইসিস ইউনিট রয়েছে ।

হাসপাতালে দুটি অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। এখানে সার্জারী, গাইনী ও অবস্টেট্রিক্যাল মেজর/মাইনর অপারেশন (যেমন কলিসিস্টেকটমি, এপেন্ডিসেকটমি, ল্যাপারোটমি, হাইড্রোসিল, হার্ণিয়া, সিজারিয়ান সেকশন, হিসটোরেকটমি এবং টনসিলেকটমি, এস.এম.আর ইত্যাদি) করা হয়।

এই হাসপাতালে একটি ডট্স কর্ণার আছে । এখানে যক্ষা রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কফ্ ও রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে । ঔষধ প্রদানের মাধ্যমে যক্ষা রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা করা হয় ।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতালটি শিশু বান্ধব হওয়ায় নবজাতক শিশুদের জন্য আমাদের হাসপাতালে একটি "ব্রেস্ট ফিডিং" কর্ণার আছে । যেখানে সুদক্ষ ডাক্তার, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেবিকা দ্বারা মায়েদের মাতৃদুদ্ধ খাওয়ার উপকারিতা, পদ্ধতি এবং নবজাতকের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সুপরামর্শ দেয়া হয়। একই সাথে আদর্শ উপায়ে "ব্রেস্ট ফিডিং" করানোর উপর মায়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ।

হাসপাতালে একটি আধুনিক অটোক্লেভ মেশিন রয়েছে, যেখানে অস্ত্রপচার সরঞ্জামাদি যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত করার কারণে অত্র হাসপাতালে পোষ্ট অপারেটিভ রোগীদের ইনফেকশন নেই বললেই চলে।

ক্রমশ পৃষ্ঠা-২

এছাড়া আত্র হাসপাতালে একটি ওয়াশিং প্লান্ট রয়েছে। যেখানে রোগীদের বব্যহৃত সকল কাপড়াদি(বিছানা চাদর,বালিশের কভার,মশারী,পর্দা ইত্যাদি) নিপুনভাবে ধৌত করার পর রোগীদের প্রয়োজনে সরবরাহ করা হয় ।

হাসপাতালের অন্তঃবিভাগে ভর্তিকৃত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাঁদের পোষ্যদের খাদ্য-পথ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করে থাকেন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের অধীনে স্যানিটেশন শাখা রয়েছে । এই শাখার মাধ্যমে চবক এর বিভিন্ন দপ্তর , আবাসিক , অনাবাসিক এলাকা সমূহের স্যানিটেশন ও এন্টি ম্যালেরিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে একটি টিকাদান কেন্দ্র রয়েছে । সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের যৌথ উদ্দ্যেগে ইহার কার্যক্রম অব্যাহত আছে । এখানে বন্দর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের এবং বন্দর এলাকায় বসবাসকারীদের ছেলে মেয়েদের ডিপথেরিয়া, হেপাটাইটিস-বি, নিউমোনিয়া, হুপিং কফ, পোলিও, হাম, যক্ষা রোগের টিকা দেয়া হয় ।

চবক হাসপাতালে বন্দরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও তাঁদের স্ত্রী এবং সন্তানদের হেপাটাইটিস-বি টিকা দেওয়া হয় ।

বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে মহিলা কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাঁদের পোষ্যদের (মেয়েদের) জরায়ু ক্যান্সারের টিকা প্রদান করা হয় ।

চবক হাসপাতালে আগত সকল বহিরাগত রোগীদের প্রাথমিক এবং জরুরী চিকিৎসা প্রদান করা হয় ।

চবক হাসপাতালে সার্বক্ষনিক এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু আছে ।

বর্তমানে হাসপাতাল ভবনটি ভেঙ্গে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট (যা পর্যায়ক্রমে ২০০ শয্যায় উন্নীত করা হবে) হাসপাতাল কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ চলছে । সেখানে পর্যায়ক্রমে সিসিইউ,আইসিইউ, এইচডিইউ ইউনিট , ট্রমা সেন্টার ইত্যাদি চালু করা হবে ।